

পর্যন্ত হতে দেখা যাচ্ছে না। আর্থসামাজিক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বরিশাল এখনো পূর্বের মতো অবহেলিত আছে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নৌপথের সম্প্রসারণ, কলকারখানা, স্থাপন ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কোন স্পর্শ এখনো এখানে লাগেনি। সবচেয়ে অবহেলিত যে ক্ষেত্র তা হলো শিক্ষা। বরিশালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছিল বরিশালবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী। বিশেষ করে বরিশাল বিভাগের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার পর এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছিল অতি সম্ভব ও নীতিগতভাবে জরুরী। তাছাড়া, উপযোগিতার দিক থেকেও বরিশালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, দেশের অন্য চারটি বিভাগের প্রতিটিতেই একাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয় রয়েছে। সে সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজে ভর্তি এবং শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু প্রায় কোটি লোক অধ্যুষিত চারটি জেলা নিয়ে গঠিত বিশাল দক্ষিণাঞ্চলের বিভাগ বরিশালের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণের জন্য যেতে হয় সুদূর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী খুলনা সিলেট চট্টগ্রাম অথবা কুষ্টিয়ায়।

বহিরাগত হিসাবে বরিশালের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সব স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ভর্তি হওয়া যেমন কঠিন তেমনি সেখানে তাদের অবস্থান শিক্ষা গ্রহণও প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। তাই বরিশাল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এসব বাস্তব অসুবিধা ও সমস্যার কথা বিবেচনা করে এবং বিভাগীয় ন্যায্য দাবীর স্বীকৃতি হিসাবে বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ একটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ ও একটি আইন কলেজ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এবং যথা সম্ভব বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় ও উল্লিখিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি অবহেলিত এ বিভাগটির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষায়নের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এস এম রেজাউল কবির পল্টু
আহবায়ক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
বাস্তবায়ন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি
১২/এ আর কে মিশন রোড
মতিঝিল, ঢাকা।

বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় চাই

বৃহত্তর বরিশাল জেলা বর্তমানে বিভাগের মর্যাদা পেলেও একটি বিভাগ হিসাবে এর উন্নয়নের কোন ব্যবস্থা এ